শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়মঠের পরিচয় জ্ঞাপক প্রতীক চিহ্ন বা লোগোর ব্যাখ্যা

গৌড়ীয়মঠের পরিচয় জ্ঞাপক প্রতীক চিহ্ন বা লোগোর ব্যাখ্যা

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত গৌড়ীয়মঠের পরিচয় জ্ঞাপক প্রতীক চিহ্ন বা লোগোর মাধ্যমে গৌড়ীয় মঠের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েথাকে।

এই লোগো গৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞাপক চিহ্ন। এতে "ভগবত মার্গ" (শ্রবণ কীর্ত্তণ কেন্দ্রিক ভক্তিপথ যা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে রাগ ভক্তিতে পরিনত হয়) এবং "পাঞ্চরাত্রিক মার্গ" (পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে বর্ণিত এবং বিধিবদ্ধ ভাবে কৃত অর্চ্চন কেন্দ্রিক ভক্তিপথ) উভয় মার্গেই যুগপথ আচার প্রচারময় সংস্থা বা উভয়ের সমন্বয় প্রদর্শণী রূপে গৌড়ীয় মঠ জগতে প্রকাশিত, ইহা এই লোগোর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

লোগোর ডানদিকে রয়েছে ভাগবত মার্গ বা রাগমার্গ ভজনের প্রতীক চিহ্ন। আর বামদিকে রয়েছে বিধিমার্গে ভক্তি অনুশীলনের প্রতীক চিহ্ন। এর তাৎপর্য গৌড়ীয় মঠ বিধিমার্গের আদরকারী এবং রাগমার্গের অনুশীলন কারী বা "কীর্ত্তন প্রধান অর্চন মার্গের আচরণকারী"

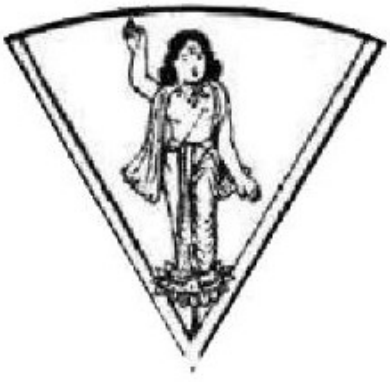

লোগোর সর্ব্বোপরি অংশে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দণ্ডায়মান বিগ্রহ তই তাৎপর্য বহন করে যে গৌড়ীয় মঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর উত্তোলিত হস্ত জগদ্বাসীকে নামসঙ্কীর্ত্তনে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তনম" এই বাক্যই গৌড়ীয মঠের একমাত্র উপাস্য।

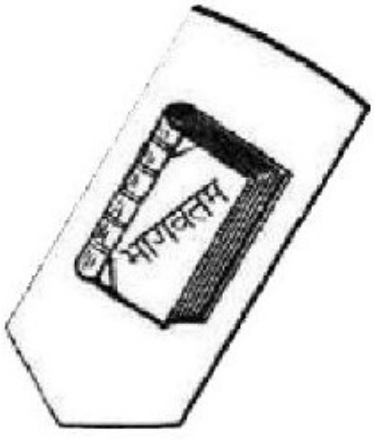

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বামদিকে রয়েছেন "শ্রীমদ্ভাগতম", ইহা রাগমার্গীয় ভক্ত তথা পরম নির্মৎসর সাধুগণের আস্বদনীয় এবং গৌড়ীয় মঠের একমাত্র প্রমাণ শাস্ত্র স্বরূপ। এই শ্রীমদ্ভাগবত হল কীর্ত্তন প্রধান। অর্থাৎ এই শাস্ত্রে ভগবান ভক্তি এবং তদীয় ভক্ত গণের পরাকাষ্ঠাময় কথা কীর্তিত হয়েছে। এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে সকল গ্রন্থই এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি স্বরূপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের সকল প্রকার সিদ্ধান্তের মীমাংসা এই শাস্ত্রে দেখাযায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ঠিক নিচের ঘরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজমান, এর তাৎপর্য গৌড়ীয় মঠের একমাত্র আরাধ্য "শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা গিরীধারি জিউ" এবং পাশে 'রাগঃ' শব্দটি উল্লিখিত তাৎপর্য বিধির বাহ্য আকারের অন্তরালে গৌড়ীয় মঠ "রাগমার্গ" সাধন প্রনালীর ধারক ও বাহক। কারণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিধিমার্গে কোনরকম আরাধনা হয় না। ইহা একমাত্র শুদ্ধরাগ ভক্তির বিষয় স্বরূপ, যা গৌড়ীয় মঠের চরম সিদ্ধান্ত। এই প্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন, যা কেবল মাত্র রাগমার্গেই সিদ্ধ হয়।

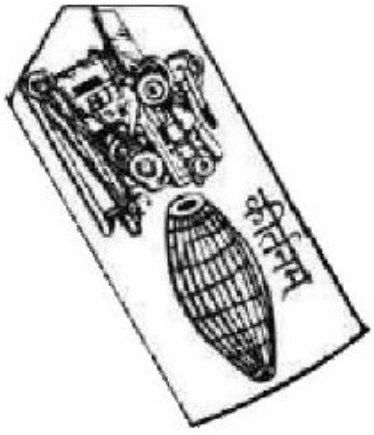

শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিচের ঘরে একটি "মুদ্রায়নযন্ত্র" (যাকে শ্রীল প্রভুপাদ বৃহৎ মৃদঙ্গ নামে অবিহিত করেন) এর পাশেই একটি "মৃদঙ্গ" (হরিকীর্ত্তনে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র স্বরূপ) এবং ঠিক উপরেই "কীর্তনম্" শব্দটি বর্তমান। এই ঘরটির তাৎপর্য মৃদঙ্গ ও কৃষ্ণবিষয়ক পুস্তক যা বৃহৎ মৃদঙ্গের বা মুদ্রায়নযন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত কীর্তনের ধ্বনী বিশ্বব্যাপী বিস্তারিত। উভয়েই এক তাৎপর্যপর অর্থাৎ উভয়েই কৃষ্ণনামের মহিমা কীর্তন করেছেন। নামসঙ্কীর্তনের এই রীতিই হল রাগানুগ ভজনের একটি প্রধান অঙ্গ। এছাড়াও কলিযুগের চরম সাধন নামসংকীর্ত্তন, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। তাই গৌড়ীয় মঠ এই চরম সাধনে ব্রতী। এটি তারই প্রতীক চিহ্ন।

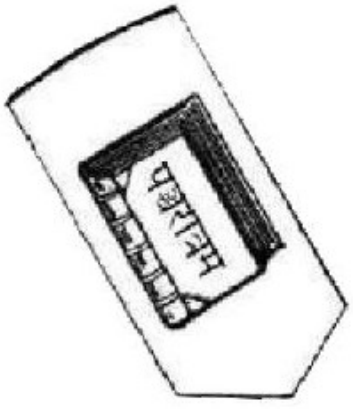

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ডানদিকে "পঞ্চরাত্র শাস্ত্র" দেখাযাচ্ছে কারণ বিধিমার্গের যাবতীয় বিধান এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে দেখাযায়। অর্চ্চন, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াসকল এই শাস্ত্রের মধ্যেই পাওয়া যায়। জাতরতি সাধক ছাড়া শ্রুতি স্মৃতি পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের বিধি বিধানকে উল্লঙ্ঘন করে ঐকান্তিকী ভক্তিতে তথা রাগমার্গে প্রবেশ করা কখনোই সম্ভব নয়। তাই সকল জীবের মঙ্গল বিধান কল্পে এই বিধিমার্গের ভজনেই শাস্ত্রসম্মত।

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের ঠিক নিচের ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণ বিরাজমান, এর তাৎপর্য বিধিমার্গের আরাধ্যদেব লক্ষ্মিনারায়ণ। এবং পাশে 'বিধি' শব্দটির উল্লিখিত তাৎপর্য গৌড়ীয় মঠ "রাগমার্গ" সাধন প্রণালীর ধারক ও বাহক হলেও বিধির আদর কারী। কারণ মায়াবদ্ধ জীবের রাগমার্গে রাধাগোবিন্দের প্রেমসেবায় অধিকার অর্জনের আর কোনও পন্থানাই বিধিমার্গ ব্যতীত।

"বিধিমার্গ রত জনে স্বাধীনতা রত্নদানে
রাগমার্গে করান প্রবেশ।"

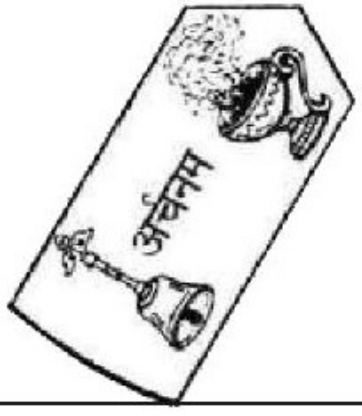

লক্ষ্মিনারায়ণের ঠিক নিচের ঘরে রয়েছে পঞ্চপ্রদীপ এবং ঘন্টা ও মাঝখানে "অর্চন" শব্দ লিখিত যা শ্রীবিগ্রহ অর্চনে ব্যবহৃত। এই সকল চিহ্ন বিধিমার্গের তাৎপর্য বহন করে চলেছে। কারন "অর্চন" হল বিধিমার্গে শ্রীবিগ্রহ সেবার একটি বিশেষ অঙ্গ। জীবের সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অর্চন সেবা করতে করতে ইন্দ্রিয় সমূহ চিন্ময় হলেই শুদ্ধ চিত্ত ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কীর্ত্তন রূপী চরম সাধন সাধিত হয়, যা জীবের চরম প্রয়োজন।

কেন্দ্রের তারকাটি ছটি ত্রিভুজদ্বারা গঠিত এবং প্রতিটি ত্রিভুজের মধ্যেকার উল্লিখিত শব্দগুলি পরমেশ্বর ভগবানের ছটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট সূচক বৈভব বা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেছেন। (উপরথেকে দক্ষিনাবর্তে) যশঃ শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য এবং বীর্যঃ যথাক্রমে প্রসিদ্ধি, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, ত্যাগ, বিত্ত বা বৈভব এবং শক্তির পরিচায়ক। তারকার কেন্দ্রে "ওঁ" লিখিত। এই "ওঁ" কে বৈষ্ণব গণ পরব্রহ্ম এবং তাঁর আভ্যন্তরীন শক্তি বলে অনুধাবন করেন।

"অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্বলোকৈক-নায়ক।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ।।"

(চৈঃ চঃ অনুভাষ্য—আদি।৭।১২৮)

অর্থাৎ এই "ওঁ" রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ। এছাড়াও "ওঁ" এর অসংখ্য তাৎপর্য শাস্ত্রে দেখাযায় যেমন—

"ওঁ"—বেদের অসম্প্রসারিত রূপ।

"ওঁ"—থেকে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি।

"ওঁ"—পরব্রহ্মের নির্বিশেষ স্বরূপের শাব্দিক অবতার বা "প্রণব"।

এবং "নাম" বলতে "শ্রীকৃষ্ণনাম" যা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও ষড় ঐশ্বর্য্য থেকে অভিন্ন, এবং এই নামই হল চরম পরাকাষ্ঠা স্বরূপ সাধন আবার ইহাই জীবের চরম সাধ্য। তাই সকলের মধ্যমনি রূপেই ইহার অবস্থান।

সর্বনিম্নে রয়েছেন গৌড়ীয়ের উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক, যা বৈধ এবং রাগানুগা ভক্ত সকলেই ধারন করেন। এর নিচে অবস্থান করেছেন 'গুরু' এবং 'গৌড়ীয়' অর্থাৎ গৌড়ীয় গুরুবর্গ বা রূপানুগ বৈষ্ণব গণ। এনারা সকলেই বিধিমার্গ এবং রাগমার্গ উভয়ের সমন্বয় সাধন করে ও নাম নামির অভিন্নত্ত্ব বোধে একান্ত ভাবে নামাশ্রয় করে হরিভজন করেন।

গৌড়ীয় মঠের পরিচয়জ্ঞাপক প্রতীক বা লোগো সম্পর্কে তৎকালিন কোনএক জাগতিক পণ্ডিত শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"লোগোতে ব্যবহৃত তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি ঐতিহ্যগত ভাবে সবই ভারতীয়, শুধু ব্যতিক্রম 'মুদ্রায়নযন্ত্র'। তাহলে কেন আপনি এই বৈদেশিক বস্তুটি এখানে রাখলেন?" উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন "শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনে যকিছুই ব্যবহার করা হয় না কেন তার কোনটিই না ভারতীয় না বিদেশী, সেই সবেই অপ্রাকৃত। আরতির উপকরণ অথবা খোল এবং করতাল যেমন পবিত্র, কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত 'মুদ্রায়নযন্ত্রটি' ঠিক তেমনি পবিত্র।